

ত্রিপুরা সরকার  
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

\*\*\*\*\*

স-২২৮০

আগরতলা, ৩ নভেম্বর, ২০ ১৯

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকারি আধিকারিকদের  
সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার ত্রিপুরাকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। সরকারের এই প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের। আজ আগরতলা টাউন হলে গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার কেবল সরকারি কর্মচারী নয়, কৃষক, শ্রমিক, বেকার ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যকে নেশামুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ারও প্রয়াস নিয়েছে সরকার। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর সপ্তম পে-কমিশনের আদলে কর্মচারীদের পে-স্কেল দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রোজগার সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করছে। সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের সার্বিক বিকাশ। এই দিশাতেই সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, আমাদের ভিশন ডকুমেন্ট মানুষের মনে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময় রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সঠিক কোনও দিশা ছিলো না। তিনি বলেন, আগের সরকারের আমলে কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য রোজ মিছিল মিটিং করতে হতো। নতুন সরকারের আমলে এখন আর মিছিল, মিটিং ও ধর্না দিতে হয় না। নতুন সরকার আসার পর বিনা আন্দোলনে হোমগার্ডদের বেতন ৬,০০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকা করা হয়েছে। কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটি ৪ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ৫০ বছর পর কোনও সরকারি কর্মচারী যদি মারা যান তার পরিবার ৬০ বছর পর্যন্ত বেতন পাবেন। বিদ্যুৎ নিগমের লাইনম্যান বা অন্যান্যরা দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার পরিবার ২ লক্ষ টাকার পরিবর্তে এখন ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদে ডাই-ইন-হারনেসে চাকরির জন্য ১৫ শতাংশ পদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কর্মচারীদের পূজা অনুদান ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে রোজ ১৮টি বিমান উঠানামা করে। ত্রিপুরা এখন ৮০ শতাংশ ড্রাগমুক্ত রাজ্য। গড়ে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ৬ শতাংশ। আগে অপরাধীদের শাস্তির হার ছিলো ২৯ শতাংশ। এখন শাস্তির হার ৩৯ শতাংশ। বেকারত্বের হার কমেছে ৩ শতাংশ। আগে রাজস্ব সংগ্রহ হতো ৯.৮ শতাংশ। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। ব্যাঙ্কের সিডি রেশিও ছিলো ৩৯ শতাংশ। এখন হয়েছে ৫৬ শতাংশ। সার্বমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন করার জন্য ১,২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এতে ১০-১২ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সার্বমের ফেনী নদীর উপর ব্রীজ চালু হয়ে গেলে ত্রিপুরা হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার।

\*\*\*২-এর পাতায়

\*\*\*<sup>(২)</sup>\*\*\*\*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রাণী পালনের উপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থানের একটা বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এখন ডিম ও দুধের জন্য প্রায় ১১০০ কোটি টাকার উপর রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই টাকা যাতে বাইরে না যায় তার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, প্রাণী পালন ও গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা রূপায়ণে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের উদার ও স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন গভর্নেন্ট এমপ্লয়িজ অব ন্যাশনাল কনফেডারেশন-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাধু সিং এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি শংকর দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গেজেটেড অফিসার্স সংঘের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায়। অনুষ্ঠানে কবি ও সাহিত্যিক ইঞ্জিনিয়ার মৃগাল কান্তি পন্ডিতকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিভিন্ন দাবি সনদ তুলে দেন। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর সভাপতি তপন দাস। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাসও উপস্থিত ছিলেন।

\*\*\*\*\*